শ্রীবৃন্দাবনে বাস, বালগোপাল মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তাঁহার শ্রীচরণে অচলা ভক্তিলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। মহৎ মর্য্যাদালঙ্ঘনকারী ইন্দ্রাদি দেবগণ শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদকে ভূয়োভুয়ঃ দর্শনকরা সত্ত্বেও শ্রীহরিচরণে ভক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তবে যে তাঁহারা সময়ে সময়ে শ্রীভগবানকে স্তব করেন, সেটি কেবল নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। তাহা না হইলে স্বার্থসিদ্ধির প্রতিকূলে শ্রীভগবান্ যদি কিছু করেন, তাহাতে তাহার শ্রীভগবান্‌কেও অবজ্ঞাসূচক ভাষায় ভর্ৎসনা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২৫ অধ্যায়ে ইন্দ্রযাগভঙ্গ প্রসঙ্গে দেখা যায়—"বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং। কৃষ্ণং মর্ত্ত্য মুপাশ্রিত্য গোপামে চক্রুরপ্রিয়ং"—এইপ্রকার দুরুক্তি স্বার্থহানি দুঃখে ভগবৎ অবজ্ঞা বুদ্ধিতে বলিয়াছিলেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উপরিচর বসুর চরিত্র যেমন বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাতেও অপরাধী জনের প্রতি কৃপার সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে—উপরিচর বসু দেব-গণের সহায়তা করিবার জন্য দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া বিষয়-বিরক্ত হইয়া নির্ব্বিবাদে শ্রীভগবানকে ধ্যান করিবার অভিপ্রায়ে পাতালে প্রবেশ করিয়াছিলেন; তখন দৈত্যগণ জানিতে পারিল—আমাদের পূর্ব্বশত্রু বধ-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিরস্ত্রভাবে পাতালে প্রবেশ করিয়াছে। এই সময়ে তাহার সঙ্গে কোনও অস্ত্রশস্ত্র নাই বলিয়া প্রতিহিংসা লইবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে—এইরূপ বিচার করিয়া দৈত্যগণ তাহাকে বধ করিবার জন্য পাতালতলে উপরিচর বসুর সহিত মিলিত হইয়া যখন তাহার মস্তক-ছেদন করিবার জন্য অস্ত্র উত্তোলন করিয়াছিল, তখন ভগবৎ ভক্তি প্রভাবে সেইসকল অস্ত্র উর্দ্ধদিকে উত্তোলিত রহিল, কিন্তু ভক্তপ্রবর উপরিচর বসুর অঙ্গস্পর্শে সমর্থ হইল না।

তৎপর বিফল উদ্যম হইয়া সেইসকল দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের নিকট যাইয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে পুনরায় পাতালে আসিয়া পাষণ্ডধর্ম্ম উপদেশ করিতে লাগিল। এস্থানে বুঝিবার বিষয় এই যে—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণ মুখে সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন—যতক্ষণ পর্য্যন্ত উপরিচর বসুর হৃদয়ে ভগবৎ চিন্তা থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার একটি কেশেরও অপচয় করিতে পারিবে না। যদি কোন প্রকারে শ্রীভগবানের প্রতি তাহার অনাদর বুদ্ধি আসে, তাহা হইলে তাহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইতে পারিবে। অতএব, তাঁহার নিকটে যাইয়া চতুর্দ্দিকে ঈশ্বর নাই—এইরূপ প্রসঙ্গ করিলে যদি কোনও প্রকারে যুক্তিপ্রধান নাস্তিক্যবাদের একটুও মানস-সংশয় উপস্থিত করাইতে পারে, তাহা হইলে ধ্যানের শৈথিল্য ঘটিবে এবং